প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

আমলাদের সর্বনাশা কৌশল

এ জেড এম আবদুল আলী

বছর দুই আগে 'আমলাদের নতুন কৌশল' নামে একটা লেখা লিখেছিলাম। লিখে বন্ধুবান্ধব কয়েকজন আমলার কিছু সমালোচনার মুখোমুখিও হতে হয়েছিল। তখন আমার ধারণা ছিল যে আমলারা সাধারণত বাতাসের গতি বুঝে তাঁদের পালে হাওয়া লাগান। অভিজ্ঞ নাবিকের মতো তাঁরা অনেক আগে থেকেই বাতাস কোনদিকে বইবার সম্ভাবনা আছে, তা বুঝতে পারেন। কিন্তু ইদানীং, মানে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর, কয়েকজন আমলার কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেছি। তাঁরা কী ভাবছেন, কী চাইছেন তা আর বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। তবে একটি কথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কয়েকজন আমলা যেসব কর্মকাণ্ড করছেন তাতে মনে হচ্ছে ইংরেজি করে বলি, দে আর আপ টু নো গুড। তাঁদের সব কাজকর্ম, যাতে কারও কোনোকিছুই ভালো না-হয়, সেই দিকেই চলছে। তাঁরা দেশের ভালো তো চাইছেনই না, নিজেদের ভালোও যে কতখানি চাইছেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। অথচ আমিও আমলাই ছিলাম। জীবনের দীর্ঘ ৩০-৩৫ বছর কাটিয়েছি সেই জগতে। পাকিস্তান সরকার, বঙ্গবন্ধুর সরকার, দুই সেনাপতি–যথাক্রমে জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকারের চড়াই-উতরাই পার হয়ে অবসর জগতে এসে এখন যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাকে একটি গণতান্ত্রিক দেশের আত্মঘাতী পথে যাত্রা ছাড়া আর কী বলা যায় তা ঝুঝতে পারছি না। জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের কাঁধে যে সামরিক ও বেসামরিক আমলার ভূত চেপেছিল, তা ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার ২৪ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের ঘাড় থেকে নামেনি। তেমনিভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে আজ ৩১ বছর পরও আমলা-ভূতের উপদ্রব কমেনি এই বাংলাদেশে।

আমলা জীবনের শুরুর দিকে একজন বয়োবৃদ্ধ আমলা বলেছিলেন, ইয়ং ম্যান, এখন তুমি যে জগতে প্রবেশ করেছ সেখানে হয় তুমি সমস্যা সৃষ্টি করবে, না-হয় সমস্যার সমাধান করবে। এই দুয়ের মাঝামাঝি কোথাও থাকার তোমার আর অবকাশ নেই। তোমার টেবিলের ওপর একটি ফাইল মানে একটি সমস্যা। হয় তুমি সেই সমস্যাটির অংশ হয়ে যাবে, না-হয় সমাধানের অংশ হবে। কয়েক দিন ধরে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কাজকর্মে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না তাঁরা কোনটির অংশ। মনে হচ্ছে, তাঁরা কোনো কিছু না বুঝে চোখ বন্ধ করে একটি চালাকির খেলায় নেমে পড়েছেন। এই চালাকির খেলার শেষে কী আছে তা তাঁদের জানা নেই। তাঁদের এই ভূমিকার কোনো ফলাফল হোক বা না হোক, তাঁদের নিজেদেরও শেষ রক্ষা হবে কি না হবে তা বলা যাচ্ছে না।

কয়েকজন কর্মকর্তার হাবভাবে মনে হচ্ছে, এ দেশে একমাত্র তাঁরাই সাংবিধানিক পদে বসে আছেন। প্রধান উপদেষ্টা নন, উপদেষ্টারা নন–এ দেশে আজ একমাত্র সাংবিধানিক পদের অধিকারী আমাদের স্বরাষ্ট্রসচিব, সংস্থাপনসচিব এবং মন্ত্রী পরিষদের সচিব। এখানে আরও দুটি নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন বিটিআরসির প্রধান ওমর ফারুক এবং পুলিশের কোহিনূর মিয়া। এদের পদ থেকে সরানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, বছরখানেক আগে ভারতের একটি রাজ্যের, সম্ভবত বিহার রাজ্যের, এক চিফ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে একজন সাধারণ নাগরিক একটি জনস্বার্থ মামলা করে দাবি করেছিলেন যে ওই চিফ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে একটি দুর্নীতির অনুসন্ধান করা হচ্ছে। অতএব তাঁকে

চিফ সেক্রেটারি হিসেবে পদায়ন একটি জনস্বার্থবিরোধী কাজ। সেই রাজ্যের আদালত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদায়ন বাতিল করে দেন এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সব ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। যা হোক, আমাদের স্বরাষ্ট্রসচিবের চালাকির খেলাটি ধরা পড়ল যেদিন দেশে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামানোর নামে একটি অশুভ পাঁয়তারা করে তিনি সব কজন উপদেষ্টার চোখে ধুলো দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন। অন্য যেকোনো সময় হলে ১০ জন উপদেষ্টার সঙ্গে তাঁর ওই লুকোচুরি খেলার জন্য তাঁকে সেদিনই সব সরকারি দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে ওএসডি করে দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁকে তা করা হলো না। চালাকির খেলায় তাঁর চেয়ে এককাঠি সরেস খেলোয়াড় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী সংস্থাপন সচিব তাঁকে বহাল তবিয়তে থাকতে দিলেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর এই সংস্থাপনসচিব কর্মকর্তাদের বদলি করার নামে এমন সব কর্মকাণ্ড করতে লাগলেন যে উপদেষ্টাদের মাথা ঘুরতে শুরু করল। কে কোন পদে যাচ্ছে, কদিন সেখানে থাকছে এবং কদিন পর আবার সেই পুরোনো পদেই ফিরে আসছে তা বোঝাটা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে আসছে। তবে এর মধ্যে একটি পদে এক ব্যক্তির দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসাটা সবার চোখে পড়ে গেছে। তিনি হচ্ছেন সম্ভবত, চতুর্থবার চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত জামায়াতি কর্মকর্তা ওমর ফারুক। এই ব্যক্তির তৎপরতা সম্পর্কে জানা নেই এমন মানুষ দেশে খুব কমই আছেন। চাকরির প্রথম দিন থেকেই তিনি প্রশাসনে এবং দেশের সর্বত্র জামায়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলা ভাই এবং জেএমবির উত্থান তখনই হয়েছিল, যখন তিনি স্বরাষ্ট্রসচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ওঁর সযত্ন লালনেই সারা দেশে এই ঘাতক গোষ্ঠীর বিস্তারলাভ হয়েছিল। তিনি চাকরিতে থাকা অবস্থায়ই (আজও চাকরিতেই আছেন তিনি!) নিজস্ব এলাকায় গিয়ে হয় বিএনপির না-হয় জামায়াতের মনোনয়ন নেওয়ার পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকাটিতে একসময় অনেক লেখালেখি হয়েছিল। তারপর তিনি সরকারের নানা পদ অলংকৃত করে সবশেষে পৌঁছেছেন বিটিআরসির প্রধানের পদে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে সপ্তাহখানেকের জন্য অন্যত্র সরাতে সক্ষম হলেও আবার তিনি ওই পদেই ফিরে এসেছেন। তিনি এতদিন বাংলাদেশের প্রথম এবং একসময়ের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় একুশে টিভির পুনঃপ্রচার ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। জোট সরকারের গত পাঁচ বছরে লাইসেন্স পাওয়া সাত-আটটি চ্যানেলকে তাদের লাইসেন্স প্রাপ্তির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টন করে দেওয়া হয় বিটিটিবি থেকে। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতের রায় হওয়ার পরও আটকে রাখা হয়েছিলএকুশে টিভির সম্প্রচার। ওই সংস্থাপনসচিব আরেক কৌশলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে এমন এক সচিবকে এনেছেন যে তাঁর কারণে ওই মন্ত্রণালয়ে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন যোগাযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা।

সংস্থাপন সচিবের নতুন এক কর্মকাণ্ডের কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধূরী। তিনি এবং আরেক উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেছেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মারফত উপদেষ্টাদের নজরে আসা একটি খবর তদন্ত করে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু দেখা গেল, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে যে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে তাতে লেখা হয়েছে, কমিটি গত ১০ বছরে কোথায় কোন কর্মকর্তা উপস্থিত থেকেছেন তাও তদন্ত করবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আকবর আলি খানের মতো একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তার চোখে ধুলো দেওয়ার এই নগ্ন প্রচেষ্টাটি তিনি (আকবর আলি খান) ধরতে পারবেন না এ কথা ভাবতে পারলেন কী করে সংস্থাপনসচিব? শুধু কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টার উত্তরার অফিসে রাতে মিলিত হওয়ার ব্যাপারটি তদন্ত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, শুধু এক রাতের ঘটনা নয়, গত ১০ বছরের এই জাতীয় সব ঘটনা তদন্তের কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ রকম একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে তদন্তটি যাতে আদৌ না-

হয় সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত করা হয়েছে। সবাই জানে এবং আকবর আলি খানও নিশ্চয়ই জানেন যে কোনো বিব্রতকর ঘটনার দায়িত্ব এড়ানোর একটি প্রধান কৌশল হচ্ছে সে বিষয়ে একটি কমিটি করে দেওয়া। আর সেই কমিটির পরিধি যদি এক রাতের ঘটনা থেকে বাড়িয়ে ১০ বছরের সব দিন-রাত্রির ঘটনাবলি পর্যন্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তদন্তটির অপঘাত মৃত্যু নিশ্চিত করা যায়। ফিরে আসা যাক সেই আমলাদের নবতম কৌশল বা সমারসেট ম'মের ভাষায়, লেটেস্ট লাস্ট কৌশলের কথায়। সত্যি কি তাঁরা দেয়ালের লিখন পড়তে পারছেন না? জামায়াত-বিএনপির সরকার গত পাঁচ বছরে দেশটিকে সর্বনাশের কৃষ্ণবিবরের প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে, তা কি তাঁরা দেখতে পারছেন না? গত পাঁচ বছরের ইতিহাস যে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি, বরং সেই পুঞ্জীভূত ইতিহাসই সৃষ্টি করেছে গত এক-দেড় মাসের সংকটময় পরিস্থিতি, তা যদি তাঁরা বুঝতে না পারেন, তাঁরা যদি আজকের সংকটকে কেবল বিএনপি-আওয়ামী লীগের সংকট মনে করেন তাহলে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। একদিন না একদিন সেই স্বর্গ থেকে তাঁদের বিদায় গ্রহণ করতে হবে এটা এখনো তাঁরা বুঝলে তাঁদের জন্য, দেশের জন্য এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালো হতো।

এ জেড এম আবদুল আলী: সাবেক সরকারি কর্মকর্তা।